দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ..... 1 APR 2017
পৃষ্ঠা ... ৮ ... কলাম ... ২ ...

বিশ্ববিদ্যালয় কলেজগুলির শিক্ষার মান

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত কয়েকশত বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের শিক্ষার মান নিয়া প্রশ্ন বহুদিনের। শিক্ষার মান প্রশ্নবিদ্ধ হওয়ার প্রধান কারণ- এইসব বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে পর্যাপ্ত ও যোগ্য শিক্ষক নাই। নাই প্রয়োজনীয় অবকাঠামো, লাইব্রেরি ও ল্যাবরেটরি। এইসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিয়মিত ক্লাস হয় না। ক্লাস না করিয়াও অনেকে দ্বিতীয় শ্রেণির সনদ নিয়া বাহির হইয়াছেন এমন শিক্ষার্থীর সংখ্যাও কম নহে। অনার্স চালু করিবার পর দুই যুগেও সরকার বা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো প্রতিনিধি এই ধরনের অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করেন নাই, যাহা দুঃখজনক। অনেক কলেজে দুইশত শিক্ষার্থীর বিপরীতে শিক্ষক আছেন মাত্র তিনজন। তাহাদের আবার অধিকাংশই এমপিওভুক্ত নন। ফলে যেসব কলেজের নিজস্ব আয় নাই, সেইসব কলেজের শিক্ষকরা নিয়মিত বেতন-ভাতা পান না। ইহাতে ভালো ও যোগ্য শিক্ষক এইসব কলেজে চাকুরি করিতে আসেন না। অন্যদিকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সেশনজট নিয়া বহু লেখালেখির পর এখন এই ব্যাপারে কর্তৃপক্ষ নড়িয়া চড়িয়া বসিয়াছেন। কিন্তু সেশনজট কমাইতে গিয়া সিলেবাসের অর্ধেকটা শেষ না করিয়াই কোনো কোনো ক্ষেত্রে পরীক্ষা নেওয়া হইতেছে। এই পরীক্ষা আবার পিছাইয়া দেওয়ার জন্য শিক্ষার্থীরা আন্দোলন করিতেছে। অর্থাৎ এইরকম বহুমুখী সমস্যায় জর্জরিত এইসব গুরুত্বপূর্ণ কলেজ।

জানা মতে, বর্তমানে দেশে ৬৮৫টি অনার্স ও মাস্টার্স কলেজ রহিয়াছে। গত এক দশকে দ্রুত বাড়িয়াছে ইহার সংখ্যা। ২০০৫ সালে দেশে বেসরকারি অনার্স কলেজের সংখ্যা ছিল মাত্র ২০টি। ২০১৫ সালে তাহা দাঁড়ায় ৩৪৩টিতে। অনুরূপভাবে এই সময়ে সরকারি কলেজের সংখ্যা ৪১ এর স্থলে হইয়াছে ১০২টি। ২০০৫ সালে বেসরকারি মাস্টার্স কলেজের সংখ্যা ছিল ২৮টি। দশ বৎসর পর তাহা ৪৩টিতে গিয়া দাঁড়ায়। কিন্তু অনার্স ও মাস্টার্স কলেজের সংখ্যা যে হারে বাড়িয়াছে, সেই হারে অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা বাড়ে নাই। আর এই ধরনের সুবিধা ছাড়া কেন সাধারণ কলেজগুলিতে অনার্স ও মাস্টার্স কোর্স চালু করা হইল, তাহাও একটি বড় প্রশ্ন। এই ব্যাপারে শিক্ষামন্ত্রী জানাইয়াছেন, 'স্থানীয়দের চাপেই গ্রামের কলেজগুলিতে অনার্স ও মাস্টার্স কোর্স চালুর অনুমোদন দেওয়া হইয়াছে'। কিন্তু এইসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সমস্যাগুলির সমাধান না করিলে উচ্চশিক্ষার মান নামিয়া যাইতে বাধ্য।

উচ্চশিক্ষা বিস্তারে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুত্বপূর্ণ অবদান রহিয়াছে। বিভিন্ন নামকরা পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সেশনজট কমানোসহ নানামুখী চাপ কমাইতে ১৯৯২ সালে বিশ্ববিদ্যালয়টি স্থাপিত হয়। উইকিপিডিয়ার তথ্য অনুযায়ী বর্তমানে ইহা বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম বিশ্ববিদ্যালয় যাহার শিক্ষার্থীর সংখ্যা ২০ লক্ষাধিক। কিন্তু অ্যাফিলিয়েটেড কলেজগুলির দেখভালের ক্ষেত্রে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সক্ষমতা বাড়াইতে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় নাই বলিলেই চলে। ফলে প্রথম হইতেই পৃথিবীর অন্যতম বৃহত্তম এই বিশ্ববিদ্যালয়টি তাহার অধিভুক্ত কলেজগুলির শিক্ষার মান নিশ্চিত করিতে পারে নাই। অন্যদিকে, কলেজগুলিতে শিক্ষক সংকটের কথা বলা হইতেছে। অথচ শিক্ষক নিয়োগে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো ক্ষমতা নাই, যেমন অন্যান্য পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের রহিয়াছে। এই ক্ষমতা এখন ন্যস্ত পিএসসির নিকট। অর্থাৎ শুধু জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকেও এককভাবে দোষ দিয়া লাভ নাই। আশার কথা হইল, এইসব কলেজের অবকাঠামো উন্নয়নে ৫০০ কোটি টাকার একটি প্রকল্প গ্রহণ করিয়াছে সরকার। ইহা যথারীতি বাস্তবায়িত হইলে অনেক সমস্যার সমাধান হইতে পারে। একইসঙ্গে শিক্ষক নিয়োগ, বদলী ইত্যাদি ক্ষেত্রে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষমতায়ন প্রয়োজন। ইহার ওপর চাপ কমাইতে যেমন ঢাকার গুরুত্বপূর্ণ সাতটি কলেজকে আবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে নিয়া যাওয়া হইয়াছে, তেমনি বড় বড় বিভাগের বিশ্ববিদ্যালয় কলেজগুলিকেও সংশ্লিষ্ট খ্যাতনামা পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে নেওয়া যাইতে পারে।